গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
শ্রম শাখা
www.mole.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৪০.০০.০০০০.০৪২.২৩.০০২.২৫-৩০৪ তারিখ: ২৯ আষাঢ় ১৪৩৩ / ১৩ জুলাই ২০২৬

বিষয়: পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য উৎকর্ষ পুরস্কার নীতিমালা, ২০২৬ এর প্রজ্ঞাপনটি গেজেট আকারে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, 'গ্রীন ফ্যাক্টরী অ্যাওয়ার্ড নীতিমালা সংশোধনপূর্বক 'পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য উৎকর্ষ পুরস্কার নীতিমালা, ২০২৬' নামে নামকরণ করতঃ প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

০২। এমতাবস্থায়, সংশোধিত নীতিমালার প্রজ্ঞাপনটি গেজেট আকারে প্রকাশপূর্বক ১০০ (একশত) কপি এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ প্রজ্ঞাপনের কপি সংযুক্ত।

(মোহাম্মদ সাইদুর রহমান)
উপসচিব
ফোনঃ ০২-৪৭১১৯৫৪৪

উপপরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয় (বিজি প্রেস)
তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।

স্মারক নম্বর: ৪০.০০.০০০০.০৪২.২৩.০০২.২৫-৩০৪ তারিখ: ২৯ আষাঢ় ১৪৩৩ / ১৩ জুলাই ২০২৬

অনুলিপি: (অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে):

১. সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
২. অতিরিক্ত সচিব (সকল), শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
৩. মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, শ্রম ভবন, বিজয়নগর, ঢাকা
৪. মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর, শ্রম ভবন, বিজয়নগর, ঢাকা
৫. যুগ্মসচিব (সকল), শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
৬. উপসচিব (শ্রম অধিশাখা), শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
৭. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য);
৮. সচিবের একান্ত সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য);
৯. অফিস কপি।

(মোহাম্মদ সাইদুর রহমান)
উপসচিব

D:\নতুন ফাইল\গ্রিন ফ্যাক্টরী অ্যাওয়ার্ড ২০২৬\ চিঠি.docx

CamScanner

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
শ্রম শাখা
www.mole.gov.bd

প্রজ্ঞাপন

স্মারক নম্বর: ৪০.০০.০০০০.০৪২.২৩.০০৩.২৬-৬০০

তারিখ: ২৮ আষাঢ় ১৪৩৩ / ১২ জুলাই ২০২৬

পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য উৎকর্ষ পুরস্কার নীতিমালা, ২০২৬

১.০। প্রস্তাবনা

বাংলাদেশে শিল্পায়নের দ্রুত সম্প্রসারণ দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করেছে। তবে এই অগ্রগতির সাথে সাথে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা, পেশাগত রোগ এবং স্বাস্থ্যঝুঁকি একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। বিদ্যমান জাতীয় পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য নীতি ২০১৩, National Plan of Action on Occupational Safety and Health (2021-2030) (OSH Action Plan) এবং বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন) অনুযায়ী পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য (OSH) ব্যবস্থাপনার কার্যকর বাস্তবায়ন অপরিহার্য।

এই প্রেক্ষাপটে আইন প্রয়োগনির্ভর ব্যবস্থার পাশাপাশি একটি উৎসাহ ও প্রণোদনাভিত্তিক কমপ্লায়েন্স মডেল প্রবর্তন অত্যন্ত সময়োপযোগী। এর মাধ্যমে শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহকে পুরস্কার, স্বীকৃতি এবং প্রণোদনা প্রদান করে নিরাপদ, স্বাস্থ্যসম্মত ও শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন।

শোভন কর্মপরিবেশ শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা, আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির একটি মৌলিক উপাদান। একইসাথে এটি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, শিল্প প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণ এবং মালিক-শ্রমিকের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা ও সহযোগিতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে তথ্যপ্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের দ্রুত বিকাশ এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের অগ্রযাত্রার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করে নিরাপদ কর্মপরিবেশ গড়ে তোলা অপরিহার্য। এ লক্ষ্যে যেসব প্রতিষ্ঠান পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণে উৎকর্ষ প্রদর্শন করছে তাদের স্বীকৃতি প্রদান এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহকে অনুপ্রাণিত করার জন্য একটি কাঠামোবদ্ধ অ্যাওয়ার্ড ব্যবস্থা প্রবর্তন প্রয়োজন।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ সরকার সম্প্রতি আন্তর্জাতিক শ্রম মানদণ্ডের গুরুত্বপূর্ণ দলিল ILO Convention 155 (Occupational Safety and Health Convention, 1981) এবং ILO Convention 187 (Promotional Framework for Occupational Safety and Health Convention, 2006) অনুসমর্থন করেছে। এছাড়াও জাতীয় পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য নীতি, ২০১৩-এর অনুচ্ছেদ ৪(ক)(২৩) অনুযায়ী সরকার বিভিন্ন খাতে OSH বিষয়ক পুরস্কার প্রবর্তন এবং সর্বোত্তম অনুশীলনকে স্বীকৃতি প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পূর্বে ২০১৮ সাল থেকে 'OSH Good Practice Award' এবং পরবর্তীতে 'Green Factory Award' প্রদানের অভিজ্ঞতার আলোকে বর্তমান বাস্তবতা বিবেচনায় একটি সমন্বিত, আধুনিক এবং আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন "পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য উৎকর্ষ পুরস্কার (Occupational Safety and Health Excellence Award)" প্রবর্তন করা সময়োপযোগী ও যৌক্তিক।

CamScanner

এমতাবস্থায়, শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহকে নিরাপদ, স্বাস্থ্যসম্মত ও দায়িত্বশীল কর্মপরিবেশ গড়ে তুলতে উৎসাহিত করা এবং দেশের টেকসই শিল্প উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই "পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য উৎকর্ষ পুরস্কার নীতিমালা, ২০২৬" প্রণয়ন করা হলো।

২.০। ভূমিকা

বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪, ১৫, ১৮, ২০ ও ২১ অনুযায়ী রাষ্ট্র শ্রমিকের নিরাপত্তা, মর্যাদা ও কল্যাণ, জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা, শোভন কর্মপরিবেশ এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। এই সাংবিধানিক অঙ্গীকারের আলোকে পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের একটি মৌলিক দায়িত্ব। সরকার ঘোষিত শোভন কাজের পরিবেশ, শ্রমিক কল্যাণ, সামাজিক সুরক্ষা এবং টেকসই শিল্পায়নের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার।

এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য সরকার জাতীয় পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য নীতি, ২০১৩, OSH Action Plan (2021-2030) এবং বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০২৬ প্রণয়ন করেছে, যা দেশে পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার একটি শক্তিশালী কাঠামো প্রদান করে।

বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা-এর সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে আন্তর্জাতিক শ্রম মানদণ্ড অনুসরণ এবং ILO Convention 155, ILO Convention 187 ও ILO Convention 190 বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পাশাপাশি জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs), বিশেষত লক্ষ্য ৩ (সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ) এবং লক্ষ্য ৮ (শোভন কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি) অর্জনের জন্য নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা অপরিহার্য।

এই প্রেক্ষাপটে, শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় উৎকর্ষ অর্জনে উৎসাহ প্রদান, সেরা অনুশীলনের স্বীকৃতি এবং ইতিবাচক প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে **"পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য উৎকর্ষ পুরস্কার** (OSH Excellence Award)" প্রবর্তনের জন্য এই নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

এই নীতিমালার কার্যকর বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশে একটি নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই কর্মপরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হবে, যা শ্রমিকের কল্যাণ নিশ্চিত করার পাশাপাশি শিল্পখাতের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং জাতীয় অর্থনীতির সামগ্রিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

৩.০। শিরোনাম ও প্রবর্তন

(১) এই নীতিমালা পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য উৎকর্ষ পুরস্কার নীতিমালা, ২০২৬ নামে অভিহিত হবে।

(২) এই নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

৪.০। সংজ্ঞা

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই নীতিমালায়-

(ক) 'OSH' অর্থ Occupational Safety and Health তথা পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য;

(খ) 'পুরস্কার (অ্যাওয়ার্ড)' অর্থ পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য উৎকর্ষ পুরস্কার (OSH Excellence Award); এবং

(গ) 'প্রতিষ্ঠান' অর্থ নিবন্ধিত শিল্প বা কারখানা।

৫.০। লক্ষ্য (Goal)

এই নীতিমালার লক্ষ্যসমূহ নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) কর্মক্ষেত্রে শোভন ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ;

(খ) জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা, ২০১৩ বাস্তবায়ন;

(গ) পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত (ILO Convention) বাস্তবায়ন; এবং

(ঘ) পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (OSH NPA) বাস্তবায়ন।

৬.০। উদ্দেশ্য (Objectives)

পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য প্রতিপালনে এই নীতিমালার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) শ্রমিকের জন্য পেশাগত নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, শোভন ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা;

(খ) দেশে বিদেশে পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে সর্বোত্তম অনুশীলন সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ এবং সেরা প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি প্রদান;

(গ) শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য প্রতিপালনে ইতিবাচক প্রতিযোগিতা সৃষ্টি, আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসরণে উৎসাহ প্রদান;

(ঘ) নৈতিক মূল্যবোধ ও দায়িত্বশীল আচরণের মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনার জন্য অন্যান্য কারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে অনুপ্রাণিত করা;

(ঙ) শিল্প-কারখানায় OSH উন্নয়নে শ্রমিকদের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি ও শিল্প-কারখানার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি; এবং

(চ) শিল্প কারখানায় কমিউনিটি বান্ধব কর্মপরিবেশ তৈরি করার উদ্যোগ গ্রহণ।

৭.০। অ্যাওয়ার্ডের নাম, প্রকৃতি ও পরিধি

(১) এই নীতিমালার অধীন প্রদত্ত অ্যাওয়ার্ডের নাম হবে বাংলায় ‘পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য উৎকর্ষ পুরস্কার’ এবং ইংরেজিতে ‘Occupational Safety and Health Excellence Award’।

(২) শ্রমিকের পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার বাস্তবায়ন, আইন ও মানদন্ড অনুসরণ এবং বাস্তবায়ন করা হচ্ছে কিনা একই সাথে জমির ভৌগোলিক অবস্থান, পানি সাশ্রয়, প্রাকৃতিক শক্তির ব্যবহার, পরিবেশবান্ধব নির্মাণসামগ্রী, অভ্যন্তরীণ পরিবেশগত অবস্থা নিম্ন কার্বন নিঃসরণ আধুনিক উদ্ভাবিত যন্ত্রের ব্যবহার, এলাকাভিত্তিক প্রাধান্য ইত্যাদি পর্যালোচনা করে কারখানাটি পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যবান্ধব কি না তা নির্ধারণ করা হবে। কারখানা ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন শিল্প খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোকে পুরস্কার (Award) প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হবে।

৮.০। অ্যাওয়ার্ডের খাত ও শ্রেণি

‘OSH Excellence Award’-এর জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক ঘোষিত বিভিন্ন খাত (sector)-কে বিবেচনায় নেওয়া হবে। কোন কোন খাতকে অ্যাওয়ার্ড প্রদানের জন্য নির্বাচন করা হবে তা সুনির্দিষ্টভাবে প্রচার করা হবে। বিভিন্ন খাতে সর্বোচ্চ ৩০ (ত্রিশ) টি অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হবে। প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে সরকার কর্তৃক সময় সময় নতুন শ্রম খাত সংযুক্ত করে অ্যাওয়ার্ড এর সংখ্যা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। কোন খাতে কয়টি পুরস্কার (Award) প্রদান করা হবে তা প্রাথমিক মূল্যায়ন কমিটি পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে প্রস্তাব বা

CamScanner

সুপারিশ মন্ত্রণালয়ের চূড়ান্ত মূল্যায়ন কমিটির নিকট পেশ করবে। চূড়ান্ত মূল্যায়ন কমিটি প্রাপ্ত সুপারিশ এর আলোকে চূড়ান্ত অনুমোদন করবে। একই খাতে সর্বোচ্চ ০৫ (পাঁচ)টি অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা যাবে।

৯.০। অ্যাওয়ার্ড প্রদানের ক্ষেত্রে বিবেচ্য নির্ণায়কসমূহ

মূল্যায়ন কমিটি নিম্নোক্ত নির্ণায়কসমূহ বিবেচনা করে প্রতিবছর সেক্টরভিত্তিক ১০০ নম্বরের চেকলিস্ট প্রণয়ন করবে **(নমুনা পরিশিষ্ট-ক)**। অ্যাওয়ার্ড প্রদানের জন্য শ্রমমান সম্পর্কিত নিম্নোক্ত নির্ণায়কসমূহ বিবেচিত হবে:

৯.১ অপরিহার্য প্রতিপালন

(ক) জীবন ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা;

(খ) পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা;

(গ) কর্মকক্ষে পর্যাপ্ত ও কার্যকর বায়ু চলাচল;

(ঘ) কর্মকক্ষে আলোক ব্যবস্থা, সহনীয় শব্দমাত্রা এবং আরামদায়ক উষ্ণতা;

(ঙ) নিয়োজিত রেজিস্টার্ড ডাক্তার ও নার্স;

(চ) নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও পেশাগত ব্যাধি সংক্রান্ত রেজিস্টার সংরক্ষণ;

(ছ) দুর্ঘটনার রেজিস্টার সংরক্ষণ;

(জ) অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ ব্যবস্থা বাস্তবায়ন;

(ঝ) বৈদ্যুতিক ফিটিংস স্থাপনসহ অগ্নিদুর্ঘটনা এড়াতে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি ব্যবহার;

(ঞ) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম ব্যবস্থা;

(ট) শ্রমিকদের বাসস্থান (চা সেক্টর);

(ঠ) শ্রমিকদের বিনোদন ও তাদের সন্তানদের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা (চা সেক্টর);

(ড) শ্রমিকদের স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি নির্ণয় ও সুরক্ষা (খাদ্য, ফার্মাসিউটিক্যালস);

(ঢ) কারখানার নিরাপত্তা ঝুঁকি নির্ণয় ও সুরক্ষা;

(ণ) কারখানা নির্মাণে নির্দিষ্ট পরিমাণ খোলা জায়গা রাখা; এবং

(ত) সুপেয় পানি;

(থ) ধুলো-বালি, ধোঁয়া বা দূষণ ব্যবস্থাপনা;

(দ) শব্দ, বায়ু, তাপ ও পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা;

(ধ)শৌচাগার, প্রক্ষালনকক্ষ ও ধৌতকরণ সুবিধা;

(ন)রাসায়নিক জাতীয় পদার্থ ব্যবস্থাপনা ও MSDS (Material Safety Data Sheet) অনুসরণ; এবং

(প) নিম্নতম মজুরি, বেতন নির্ধারিত আইনানুগ সময়ের মধ্যে প্রদান।

CamScanner

৯.২ পরিবেশগত প্রতিপালন

(ক) সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন;

(খ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় '(3R)' নীতি (Reduce, Reuse, Recycle) বাস্তবায়ন;

(গ) ইটিপি ব্যবস্থাপনা;

(ঘ) নিম্ন কার্বন নিঃসরণ;

(ঙ) পানি ব্যবহারের পরিমাপ ও রেকর্ড সংরক্ষণ, পানির পুনর্ব্যবহার;

(চ) অন্যান্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা;

(ছ) বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও শক্তি ব্যবহারে দক্ষতা; এবং

(জ) জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান্টের কার্যকারিতা।

৯.৩ প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিপালন

(ক) কার্যকর সেইফটি কমিটি;

(খ) কার্যকর ট্রেড ইউনিয়ন/ অংশগ্রহণকারী কমিটি;

(গ) ক্ষতিপূরণ;

(ঘ) লভ্যাংশ কেন্দ্রীয় তহবিল/ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে জমাকরণ (শ্রম আইন, ২০০৬ অনুযায়ী);

(ঙ) নারীর ক্ষমতায়ন;

(চ) সামাজিক নিরাপত্তা বিধান;

(ছ) কর্মীদের জন্য কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্ব;

(জ) নারী কর্মীদের জন্য মাতৃত্বকালীন সুবিধা;

(ঝ) শিশু কক্ষ ও মাতৃদুগ্ধ পানের কর্ণার/ শিশু সদন (চা সেক্টর);

(ঞ) ক্যান্টিন/ খাবার কক্ষ;

(ট) কর্মে নিয়োগসহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সুযোগ-সুবিধাদি;

(ঠ) কর্ম ঘণ্টা, ওভারটাইম, ছুটি বিধি মোতাবেক প্রদান;

(ড) নিয়মিত কর ও ইউটিলিটি বিল পরিশোধ/প্রদান; এবং

(ঢ) যৌন হয়রানি প্রতিরোধ বিষয়ে অভিযোগ কমিটি গঠন।

৯.৪ উদ্ভাবনী ও আনুষঙ্গিক কার্যক্রম

(ক) নতুন কর্মসংস্থান;

(খ) পেশাগত নিরাপত্তা;

(গ) শ্রম দক্ষতার উন্নয়ন;

CamScanner

(ঘ) কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা;

(ঙ) নিরাপদ ও দীর্ঘ কর্মজীবন (OSH সংক্রান্ত); এবং

(চ) শ্রমিকদের চিত্ত বিনোদন।

১০। অ্যাওয়ার্ড প্রদানের ব্যয় নির্বাহ

অ্যাওয়ার্ড প্রদান কার্যক্রমের যাবতীয় ব্যয় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত বাজেট বরাদ্দ থেকে নির্বাহ করা হবে। অ্যাওয়ার্ড প্রদান কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট কমিটির সদস্যবৃন্দ, পরিদর্শন দলের সদস্যবৃন্দ ও সহযোগিবৃন্দ বিধি মোতাবেক সম্মানি ভাতা প্রাপ্য হবেন।

১১। বাস্তবায়ন সময়সূচি

অ্যাওয়ার্ড প্রদানের ক্ষেত্রে কেনো শিল্প সেক্টরের সকল কর্মকান্ড (অ্যাওয়ার্ড প্রদানের নির্ণায়কসমূহ) পূর্ববর্তী ক্যালেন্ডার বছর (জানুয়ারি-ডিসেম্বর) অনুযায়ী বিবেচনায় নেওয়া হবে। পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য উৎকর্ষ পুরস্কার (OSH Excellence Award) প্রদানের সকল প্রক্রিয়া জানুয়ারি থেকে জুন মাসের মধ্যে সম্পন্ন করা হবে।

১২। অ্যাওয়ার্ডের জন্য মনোনয়ন ও যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়া

নিম্নবর্ণিত ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় অ্যাওয়ার্ডের জন্য মনোনয়ন আহ্বান ও যাচাই-বাছাই কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে, যথা:-

(ক) নির্ণায়কসমূহের আলোকে বিস্তারিত তথ্য সম্বলিত মনোনয়ন ফরম তৈরি;

(খ) বিভিন্ন খাত থেকে মনোনয়নের জন্য আহবান জানিয়ে প্রিন্ট,ইলেক্ট্রনিক, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার;

(গ) সরাসরি/ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত মনোনয়ন ফর্ম এর মাধ্যমে আবেদন গ্রহণ;

(ঘ) গৃহীত আবেদনসমূহ বাছাইপূর্বক প্রাথমিক মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক সংক্ষিপ্ত তালিকা (short-list) প্রণয়ন;

(ঙ) প্রাথমিক মূল্যায়নের জন্যে মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরিদর্শন টিম গঠন;

(চ) প্রাথমিকভাবে তালিকাভুক্ত সকল কারখানা পরিদর্শন কমিটির প্রদত্ত প্রতিবেদন হতে অনুচ্ছেদ ১৬ এ বর্ণিত মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক মূল্যায়ন; এবং

(ছ) মূল্যায়ন শেষে প্রাথমিক তালিকা হতে অগ্রাধিকারভিত্তিক তালিকা প্রণয়ন।

১৩। পরিদর্শন টিম কর্তৃক প্রাথমিকভাবে তালিকাভুক্ত কারখানাসমূহ সরেজমিনে পরিদর্শন ও প্রমাণক যাচাই

প্রাথমিক মূল্যায়ন কমিটির নির্দেশনা বা পরামর্শ অনুযায়ী যোগ্য কর্মকর্তা ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে সংশ্লিষ্ট কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শকের কার্যালয় হতে গঠিত পরিদর্শন দল সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত কারখানায় সরেজমিন পরিদর্শন ও প্রমাণক যাচাই কাজ সম্পাদন করবে। প্রাথমিক মূল্যায়ন কমিটি প্রয়োজনে পুনঃপরিদর্শন করবে। চূড়ান্ত নির্বাচনের জন্য পরিদর্শন দল প্রাথমিক মূল্যায়ন কমিটিকে সঠিক নথি, ছবি ভিডিও চিত্র ও প্রমাণকসমূহ সরবরাহ করবে।

CamScanner

১৪। আবেদনের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা

যোগ্যতা

অনুচ্ছেদ ৮.০ এ উল্লিখিত খাতে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সকল নিবন্ধিত ও হালনাগাদ নবায়নকৃত কারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ কেবলমাত্র অ্যাওয়ার্ডের জন্য বিবেচিত হবে। একই সাথে, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তরের প্রয়োজনীয় certificates/ ডকুমেন্টস হালনাগাদকৃত থাকতে হবে। আবেদনের পূর্বে বিগত ৩ বছরে কারখানাটিতে কোন মারাত্মক দুর্ঘটনা হয়নি অথবা দুর্ঘটনা হয়েছে কিন্তু তাদের মানসম্মত অগ্নি প্রতিরোধক ব্যবস্থা থাকায় মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটেনি।

অযোগ্যতা

(ক) পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি কমপ্লায়েন্স না থাকার কারণে বিগত বছরে কর্মস্থলে দুর্ঘটনায় কোনো শ্রমিক নিহতের রেকর্ড থাকলে সে প্রতিষ্ঠান পরবর্তী ৩ বছরের জন্যে অ্যাওয়ার্ডের জন্য বিবেচিত হবে না;

(খ) যে সকল কারখানা, প্রতিষ্ঠানের কোনো বকেয়া আয়কর এবং খেলাপী ঋণ বা অনাদায়ী ব্যাংক ঋণ থাকবে সেই সকল কারখানা, প্রতিষ্ঠান অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তির অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। যে বছরের জন্য অ্যাওয়ার্ড প্রাপক হিসেবে নির্বাচন করা হবে তার পূর্ববর্তী অর্থবছর পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট আবেদনকারির কারখানা, প্রতিষ্ঠানের আয়কর বকেয়া আছে কিনা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড তাদের প্রতিবেদনে তা নিশ্চিত করবে। আবেদনকারিকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে শুধু প্রতিষ্ঠানের কর্পোরেট ট্যাক্স পরিশোধের প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহ করে আবেদনপত্রের সাথে দাখিল করতে হবে। আবেদন পরবর্তী প্রত্যয়নপত্র দাখিল করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে, আবেদনকারী জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে কর্পোরেট ট্যাক্সের বিষয়ে তথ্য/প্রত্যয়নপত্র প্রাপ্তির আবেদন করলে বোর্ড আবেদনকারীর অনুকূলে তা সরবরাহ করবে;

(গ) পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য উৎকর্ষ পুরস্কার এর জন্য আবেদনকারী ভুল বা অসত্য তথ্য প্রদান করলে এবং তা প্রমাণিত হলে ঐ আবেদনকারি পরবর্তী ৩ (তিন) বছর অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন না। এছাড়াও অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তির জন্য নির্বাচিত হওয়ার পর প্রদত্ত তথ্য মিথ্যা প্রমাণিত হলে তার মনোনয়ন বাতিল করা হবে এবং পরবর্তী ৩ (তিন) বছর অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তির জন্য অযোগ্য হবে; এবং

(ঘ) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে তালিকাভুক্ত কারখানাসমূহের বিষয়ে যাচাইকরণ সম্পন্ন করা হবে।

১৫। চূড়ান্ত মূল্যায়ন

মোট ১০০ নম্বরের ভিত্তিতে চূড়ান্ত মূল্যায়ন করা হবে। ন্যূনতম ৭০ নম্বরধারী কারখানাসমূহকে প্রাপ্ত নম্বরের ক্রম অনুযায়ী তালিকাভুক্ত করে অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তির জন্য প্রাথমিক মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক সুপারিশ করা হবে। তবে অপরিহার্য প্রতিপালন অংশে ৪০ নম্বরের মধ্যে প্রতিষ্ঠানকে আবশ্যিকভাবে ৩০ নম্বর অর্জন করতে হবে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় অনুচ্ছেদ ১৭ অনুযায়ী গঠিত চূড়ান্ত মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক চূড়ান্তভাবে অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তদের তালিকা অনুমোদিত হবে।

১৬। প্রাথমিক মূল্যায়ন কমিটি

নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে প্রাথমিক মূল্যায়ন কমিটি গঠিত হবে, যথা:-

(১)	মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর	আহ্বায়ক
(২)	মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
(৩)	প্রতিনিধি, পরিবেশ অধিদপ্তর	সদস্য
(৪)	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন	সদস্য
(৫)	প্রতিনিধি, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স	সদস্য

CamScanner

(৬)	প্রতিনিধি, প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়	সদস্য
(৭)	প্রতিনিধি, বিস্ফোরক অধিদপ্তর	সদস্য
(৮)	অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ হেলথ সায়েন্সেস	সদস্য
(৯)	বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি ০২ (দুই) জন মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত	সদস্য
(১০)	যুগ্মসচিব/অধিশাখা প্রধান, শ্রম অধিশাখা, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১১)	শিল্প পুলিশ হতে একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (পুলিশ সুপার বা তদূর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মকর্তা)	সদস্য
(১২)	যুগ্ম মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর	সদস্য সচিব।

প্রাথমিক মূল্যায়ন কমিটির কর্মপরিধি

(ক) চেকলিস্ট অনুযায়ী তথ্য/উপাত্ত, পরিদর্শন-রিপোর্ট বিশ্লেষণ;

(খ) তথ্য উপাত্ত সম্পর্কে টিমের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে সঠিকতা যাচাই;

(গ) মূল্যায়ন নম্বর অনুযায়ী প্রণীত অগ্রাধিকার তালিকা সুপারিশসহ চূড়ান্ত মূল্যায়ন কমিটির সভাপতির নিকট প্রেরণ;

(ঘ) Award/ পুরস্কারের জন্য মনোনীত কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানের নাম সুপারিশ; এবং

(ঙ) কমিটির সভায় ন্যূনতম ২/৩ অংশ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম গঠিত হবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে।

১৭। চূড়ান্ত মূল্যায়ন কমিটি

নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে চূড়ান্ত মূল্যায়ন কমিটি গঠিত হবে, যথা:-

(১)	সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সভাপতি
(২)	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব (শ্রম অনুবিভাগ), শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৩)	সচিব কর্তৃক মনোনীত একজন অতিরিক্ত সচিব	সদস্য
(৪)	মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর	সদস্য
(৫)	মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর	সদস্য
(৬)	প্রতিনিধি, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয় (যুগ্মসচিব বা তদূর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মকর্তা)	সদস্য
(৭)	প্রতিনিধি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (উপসচিব বা তদূর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মকর্তা)	সদস্য
(৮)	প্রতিনিধি, শিল্প মন্ত্রণালয় (যুগ্মসচিব বা তদূর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মকর্তা)	সদস্য
(৯)	প্রতিনিধি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় (যুগ্মসচিব বা তদূর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মকর্তা)	সদস্য
(১০)	বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি ০২ (দুই) জন মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্বাচিত	সদস্য
(১১)	যুগ্মসচিব/উপসচিব (শ্রম অধিশাখা), শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সদস্য সচিব।

কমিটির কর্মপরিধি

প্রাথমিক মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক প্রেরিত অগ্রাধিকার তালিকা হতে অ্যাওয়ার্ডের জন্য নির্ধারিত খাতের (sector) উপযুক্ত প্রার্থিসমূহের নামের চূড়ান্ত মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক অনুমোদনের জন্য তালিকা প্রস্তুত করে সরকারের নিকট পেশ করবে। সরকার গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করবে।

CamScanner

১৮। অ্যাওয়ার্ড পরিকল্পনায় বিবেচ্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলি

(ক) নির্ধারিত ছকে মনোনয়নের ০৩ (তিন) কপি পূরণকৃত ফরম নির্ধারিত প্রাথমিক মূল্যায়ন কমিটির নিকট প্রেরণ করতে হবে এবং এর সফটকপি সরাসরি এবং চাহিদা মোতাবেক নির্ধারিত ই-মেইলে প্রেরণ করতে হবে;

(খ) মনোনয়নপত্রে অসম্পূর্ণ তথ্য অথবা অস্পষ্ট বর্ণনা এবং নমুনা অনুযায়ী যথাযথ প্রমাণপত্র না থাকলে মনোনয়নপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে;

(গ) অ্যাওয়ার্ড কার্যক্রমের সকল বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে; এবং

(ঘ) কোন শ্রেণিতে কাঙ্ক্ষিত মানসম্মত কোনো প্রস্তাব পাওয়া না গেলে সেক্ষেত্রে ঐ শ্রেণিতে অ্যাওয়ার্ড প্রদান ঐ বছরের জন্য স্থগিত থাকবে।

১৯। স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা

পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য উৎকর্ষ পুরস্কার প্রদানের সকল ক্ষেত্রে অর্থাৎ মনোনয়ন প্রক্রিয়াসহ সর্বক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে গোপনীয়তা বজায় রাখা হবে এবং অ্যাওয়ার্ড প্রদানের মূল উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের প্রতি লক্ষ্য রাখা হবে।

২০। অ্যাওয়ার্ড ঘোষণা ও প্রদান

অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা কারখানাকে অনুমোদিত মনোগ্রাম (Logo) খচিত একটি মেডেল বা একটি ক্রেস্ট, একটি সনদপত্র এবং ১ (এক) লক্ষ টাকা পুরস্কার প্রদান করা হবে। প্রতিবছর ২৮ এপ্রিল অথবা অর্থবছরের সুবিধাজনক সময়ে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস উপলক্ষ্যে এ অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হবে।

২১। অস্পষ্টতা দূরীকরণ

এই নীতিমালার কোনো অনুচ্ছেদের বিষয়ে কোনো অস্পষ্টতা পরিলক্ষিত হলে উক্ত বিষয়ে মতামতের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। এক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের প্রদত্ত মতামতই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

২২। রহিতকরণ ও হেফাজত

(১) এই নীতিমালা কার্যকরের সঙ্গে সঙ্গে ১৫ নভেম্বর, ২০২০ খ্রি তারিখের বাংলাদেশ গেজেট এর অতিরিক্ত সংখ্যার মাধ্যমে জারীকৃত শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তি নং- ৪০.০০.০০০০.০১৫.২২.০০১.২০-৭৮, তারিখ: ২৮ অক্টোবর, ২০২০ এর গ্রীন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড নীতিমালা এতদ্‌দ্বারা রহিত করা হলো।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত নীতিমালার অধীন গৃহীত কোনো ব্যবস্থা বা কার্যধারা চলমান থাকলে তার পরবর্তী কার্যক্রম এই নীতিমালার অধীন সম্পাদিত হবে এবং এই নীতিমালা কার্যকর হওয়ার অব্যবহিত পূর্ববর্তী কোনো কার্যক্রমের বৈধতার বিষয়ে কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হলে তা উক্ত সময়ে বলবৎ সংশ্লিষ্ট নীতিমালার অধীনে নিষ্পত্তিযোগ্য বলে গণ্য হবে।

২৩। উপসংহার

পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য উৎকর্ষ পুরস্কার (OSH Excellence Award) প্রদান করার মাধ্যমে শিল্প-কারখানাসমূহের স্বীকৃতি প্রদান, শ্রমিকের জীবনমান ও প্রাকৃতিক পরিবেশ উন্নতকরণ, কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা ও নৈতিকতা সমুন্নত রাখাসহ মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক উন্নয়ন, জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। সর্বোপরি, এই উদ্যোগ শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সমৃদ্ধ দেশ গঠনের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

CamScanner

২৪। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ

(১) এই নীতিমালা প্রবর্তনের পর সরকার প্রয়োজনে এই নীতিমালার ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করতে পারবে; এবং

(২) বাংলা পাঠ এবং ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাবে।

CamScanner

পরিশিষ্ট ক: চেকলিস্ট
[অনুচ্ছেদ ৯.০ দ্রষ্টব্য]

১. কারখানা/ শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম (বাংলায়) :

২. কারখানা/ শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম (ইংরেজিতে ব্লক লেটারে) :

৩. প্রতিষ্ঠাকাল :

৪. কারখানা/ শিল্প প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা :

৫. চেয়ারম্যান/ এমডি/ সিইও এর নাম :
(স্ট্যাম্প সাইজের তিন কপি ছবিসহ)
মোবাইল ফোন নম্বর :
ই-মেইল ঠিকানা :

৬. যোগাযোগকারী ব্যক্তির নাম :
(স্ট্যাম্প সাইজের তিন কপি ছবিসহ)
মোবাইল ফোন নম্বর :

৭. ই-মেইল ঠিকানা :

৮. কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা :

বছর (বিগত তিন বছর)	পুরুষ	নারী	মোট

প্রতিষ্ঠানের পেশাগত স্বাস্থ্য, সেইফটি, শোভন কর্মপরিবেশ বিষয়ক অনধিক ৩০০ শব্দের মধ্যে একটি নিবন্ধ লিখে পাঠাতে হবে এবং ০৫ (পাঁচ) মিনিটের একটি ভিডিও চিত্র সংযোজন করতে হবে। (ডিভিডি অথবা পেনড্রাইভ-এ)

নিম্নোক্ত প্রযোজ্য ঘরে অনুস্বাক্ষর করুন ও ক্রম অনুসারে প্রমাণক সংযুক্ত করুন

টীকা: প্রশ্নভিত্তিক প্রাপ্ত মানবন্টন: ০২=পূর্ণ প্রতিপালন, ১.৫=প্রতিপালন, ১.০=আংশিক প্রতিপালন, ০.৫=প্রাথমিক প্রতিপালন, ০=শূন্য প্রতিপালন

(ক)	অপরিহার্য প্রতিপালন: ৪০ নম্বর (২০ ×২)	প্রশ্নভিত্তিক প্রাপ্ত মান					প্রমাণকের ক্রমিক নম্বর
		২.০	১.৫	১.০	০.৫	০	
১।	প্রতিষ্ঠানের কোনো ভবন, অংশবিশেষ, চলাচলের পথ বা যন্ত্র, জীবন ও নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ কি না?						
২।	প্রতিষ্ঠানটি সামগ্রিকভাবে পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত কি না?						
৩।	আইন ও বিধি মোতাবেক কর্মকক্ষে পর্যাপ্ত ও কার্যকর বায়ু চলাচল, আলোক ব্যবস্থা, সহনীয় শব্দমাত্রা এবং আরামদায়ক উষ্ণতা বজায় রাখা হয় কি না?						
৪।	আইন ও বিধি মোতাবেক রেজিস্টার্ড ডাক্তার ও নার্স আছে কি না?						
৫।	আইন ও বিধি মোতাবেক শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো হয় কি না এবং পেশাগত ব্যাধি সংক্রান্ত রেজিস্টার সংরক্ষণ করা হয় কি না?						
৬।	সকল দুর্ঘটনা (প্রাণঘাতী, গুরুতর ও সামান্য) এবং বিপজ্জনক ঘটনার বিষয়গুলি যথাযথ কর্তৃপক্ষসমূহকে জানানো হয় কি না এবং এ সংক্রান্ত রেজিস্টার সংরক্ষণ করা হয় কি না?						
৭।	অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা এবং বৈদ্যুতিক ফিটিংস স্থাপন ছাড়াও অগ্নি দুর্ঘটনা এড়াতে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি ব্যবহার হয়েছে কি না?						
৮।	বহির্গমন পথের নকশা (Evacuation plan) প্রদর্শন করার ব্যবস্থা আছে কি না?						
৯।	আইন ও বিধি মোতাবেক নিয়মিত অগ্নিনির্বাপন প্রশিক্ষণ এবং মহড়া আয়োজন করা হয় কি না?						
১০।	কর্মরত শ্রমিকগণকে তাদের কাজের ধরণ অনুযায়ী উপযুক্ত ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী (PPE) সরবরাহ এবং ব্যবহার নিশ্চিত করা হয় কি না?						
১১।	কারখানাতে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার করা হয় কি না?						
১২।	কারখানায় নিয়মিত Hazard Identification and Risk Management করা হয় কি না						
১৩।	আইন ও বিধি মোতাবেক অংশগ্রহণ তহবিল, কল্যাণ তহবিল এবং বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে অর্থ জমা করা হয় কি না এবং শ্রমিকগণকে যথাযথভাবে প্রদান করা হয় কিনা?						
১৪।	কারখানা নির্মাণে নির্দিষ্ট পরিমাণ খোলা জায়গা রাখা হয়েছে কি না?						

১৫।	আইন ও বিধি মজুরি ও বেতন যথাসময়ে প্রদান করা হয় কি না?						
১৬।	স্বাস্থ্যের জন্য অনিষ্টকর বা অস্বস্তিকর এমন ধুলা-বালি, ধোঁয়া বা দূষিত বস্তু জমা হওয়া ও উহার শ্বসন প্রতিরোধের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় কি না?						
১৭।	আইন ও বিধি মোতাবেক সুপেয় পানির ব্যবস্থা আছে কি না?						
১৮।	আইন ও বিধি মোতাবেক নারী ও পুরুষের জন্য পৃথক শৌচাগার, প্রক্ষালনকক্ষ ও ধৌতকরণ সুবিধা বিদ্যমান কি না এবং তা যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা আছে কি না?						
১৯।	পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩ অনুযায়ী কারখানার শব্দ, বায়ু, তাপ সম্পর্কিত দূষণ রোধকরণ ব্যবস্থাপনা আছে কি না?						
২০।	রাসায়নিক জাতীয় পদার্থ মজুদ যথাযথভাবে করা হয় কি না এবং বৈশিষ্ট্যসহ প্রতীক তালিকা দৃশ্যমান স্থানে আছে কি না?						

(খ)	পরিবেশগত প্রতিপালন: ২০ নম্বর (১০ ×২)	প্রশ্নভিত্তিক প্রাপ্ত মান					প্রমাণকের ক্রমিক নম্বর
		২.০	১.৫	১	০.৫	০	
১।	বিদ্যুৎ/ গ্যাস/ বি.পি.সি/ পরিবেশ/ বয়লার/ বিএসটিআই/রাজউক/এফএসসিডি/বিসিআইসি/বিস্ফোরক ইত্যাদি বিষয়ে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন এবং তা হালনাগাদ আছে কি না?						
২।	বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় '3R' নীতি-(রিডিউস, রিইউজ, রিসাইকেল) বাস্তবায়ন করা হয় কি না?						
৩।	কার্যকর ইটিপি ব্যবস্থা আছে কি না এবং পরিশোধিত পানির মানমাত্রা (pH, DO, BOD, COD, TDS) পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩-এ উল্লিখিত পরিসীমার মধ্যে আছে কি না?						
৪।	বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করে তা ব্যবহার করা হয় কি না?						
৫।	ব্যবহৃত পানির পরিমাপ ও রেকর্ড সংরক্ষণ এবং পানি পুনর্ব্যবহার করা হয় কি না?						
৬।	কারখানাতে পরিবেশবান্ধব সামগ্রী ব্যবহার করা হয় কি না?						
৭।	কার্বন নিঃসরণ এর মাত্রা সহনীয় পর্যায়ে রাখা হয় কি না?						
৮।	সকল স্থায়ী আধার, সেপটিক ট্যাংক, জলাধার, কূঁপ, গর্ত বা সুড়ঙ্গ, নিরাপদ ঢাকনা বা ঘেরাযুক্ত রয়েছে কি না?						
৯।	বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বাতি ব্যবহার করা হয় কি না?						
১০।	কারখানাটির জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান্ট কার্যকর আছে কিনা?						

(গ)	প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিপালনঃ ৩০ নম্বর (১৫×২)	প্রশ্নভিত্তিক প্রাপ্ত মান					প্রমাণকের ক্রমিক নম্বর
		২.০	১.৫	১.০	০.৫	০	
১।	কার্যকর সেইফটি কমিটি আছে কি না?						
২।	কর্মকালীন দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের পূর্ণ আরোগ্য পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ মালিক কর্তৃক প্রদান করা হয় কি না?						

CamScanner

৩।	ট্রেড ইউনিয়ন/অংশগ্রহণকারী কমিটি আছে কি না?						
৪।	ভবনের সকল সিঁড়ি ছাদে গিয়ে খোলা আছে কি না?						
৫।	বিভিন্ন কমিটি ও পদে আনুপাতিক হারে নারী নেতৃত্বসহ নারী কর্মীদের নিয়োগ/পদোন্নতির কার্যক্রম রয়েছে কি না?						
৬।	সামাজিক নিরাপত্তা বিধান (গ্রুপ বীমা, ভবিষ্য তহবিল) ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কোম্পানির মুনাফায় শ্রমিকের অংশ নিশ্চিত করা হয় কি না?						
৭।	শ্রমিক কল্যাণে কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতার আওতায় কোন ধরনের উদ্ভাবনী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে কি না?						
৮।	আইন ও বিধি মোতাবেক মাতৃত্বকালীন সুবিধা প্রদানসহ মাতৃত্বকল্যাণ ছুটি প্রদান করা হয় কি না?						
৯।	আইন ও বিধি মোতাবেক শিশুকক্ষ এবং মাতৃদুগ্ধ পানের কর্ণার আছে কি না?						
১০।	আইন ও বিধি মোতাবেক ক্যান্টিন/খাবার কক্ষের ব্যবস্থা আছে কি না?						
১১।	কর্মে নিয়োগসহ প্রতিবন্ধী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে আইনানুগ সুবিধা প্রদান করা হয় কি না?						
১২।	আইন ও বিধি মোতাবেক কর্মঘন্টা, ওভারটাইম, ছুটি, যথাসময়ে প্রদান করা হয় কি না?						
১৩।	শ্রমিকদের এরগোনোমিক স্বাস্থ্য, মানসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা আছে কি না?						
১৪।	কর, গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি, টেলিফোন ও অন্যান্য ইউটিলিটি বিল নিয়মিত পরিশোধ করা হয় কি না?						
১৫।	বিধি মোতাবেক যৌন হয়রানি প্রতিরোধ বিষয়ে অভিযোগ কমিটি গঠন করা হয়েছে কি না ও তা কার্যকর আছে কি না?						

(ঘ)	উদ্ভাবনী ও আনুষঙ্গিক কার্যক্রমঃ ১০ নম্বর (৫×২)	প্রশ্নভিত্তিক প্রাপ্ত মান					প্রমাণকের ক্রমিক নম্বর
		২.০	১.৫	১.০	০.৫	০	
১।	গত তিন বছরে নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে কি না?						
২।	শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় কি না?						
৩।	সামাজিক কল্যাণে কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতার আওতায় কোন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে কি না? হয়ে থাকলে ব্যয়িত অর্থের পরিমান						
৪।	পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সংক্রান্ত উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম গ্রহণ হয় কি না?						
৫।	শ্রমিকদের চিত্তবিনোদনের জন্য কোন ব্যবস্থা আছে কি না?						

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এর পরিদর্শন চেকলিস্টে বিগত তিন বছরের প্রাপ্ত গড় নম্বর:

বিগত ৩ (তিন) বছরের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পরিমাণ (যদি থাকে):

দেশীয় অর্থনীতিতে অবদান (১০০ শব্দের মধ্যে বিবরণ প্রদান করুন):

অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ ফরম গ্রহণযোগ্য নয়। কারখানা নির্বাচনের ক্ষেত্রে কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

(মোঃ আব্দুর রহমান তরফদার)
সচিব
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

CamScanner